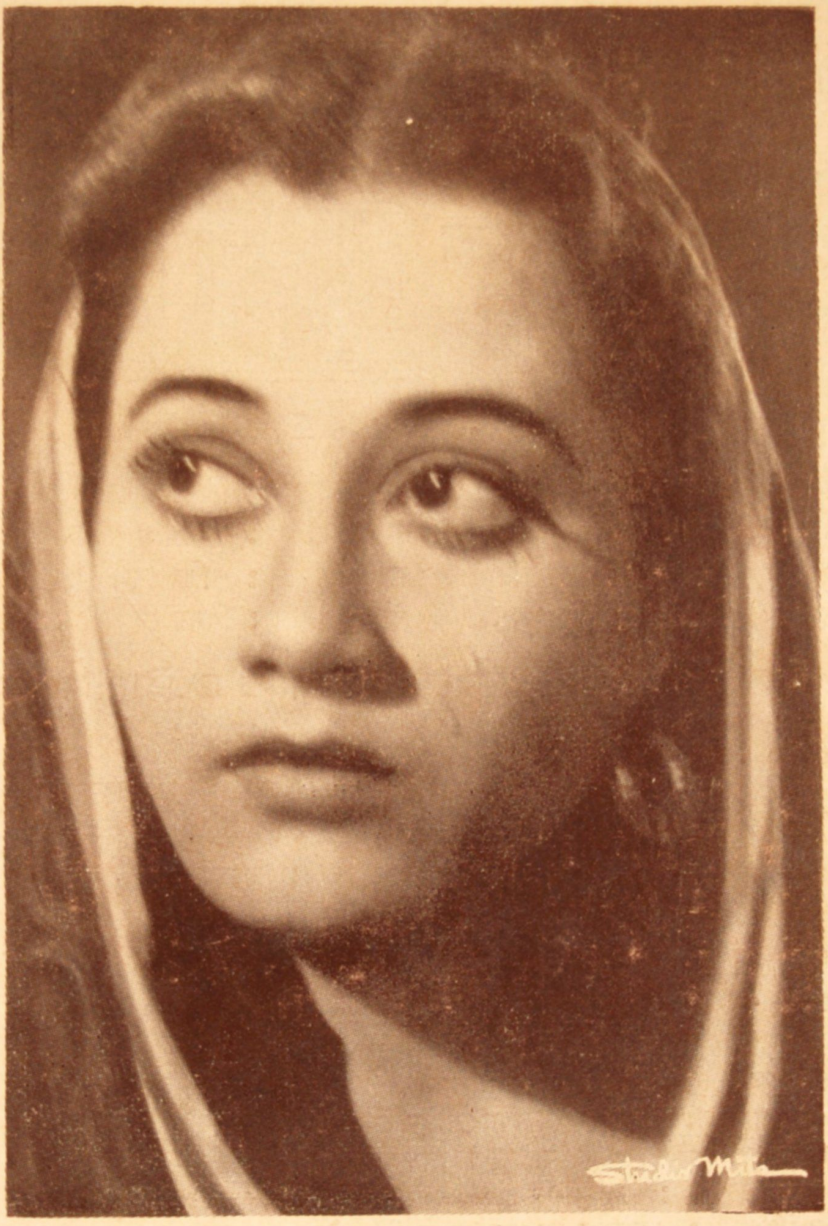

কলালক্ষ্মী চিত্রমন্দিরের নিবেদন

শরৎচন্দ্রের

স্বামী

শ্রীমতী রমা চট্টোপাধ্যায়ের
নিবেদন

কলালক্ষ্মী চিত্রমন্দিরের
শ্রদ্ধার্ঘ্য

—সংগঠনকারীগণ—

চিত্রগ্রহণ : দেওজীভাই
শব্দধারণ : বাণী দত্ত
সুরসৃষ্টি : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
গীতরচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
শিল্পনির্দ্দেশ : শিবপদ ভৌমিক
সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপসজ্জা : শক্তি সেন
ব্যবস্থাপনা : বিনয় দে

চিত্রনাট্য, পরিচালনা ও প্রযোজনা : **পশুপতি চট্টোপাধ্যায়**

প্রযোজনায় সহযোগিতা করেছেন :
সত্যনারায়ণ খাঁ, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত ও দুর্গাদাস বসুমল্লিক
স্থিরচিত্রগ্রহণ করেছেন :
ষ্টিল ফোটো সার্ভিস ও ভাইডু সান্যাল

—সহকারীগণ—

পরিচালনায় : প্রতুল ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিজয় গুপ্ত শর্ম্মা
চিত্রগ্রহণে : বিভূতি চক্রবর্ত্তী, নিমাই রায়, বুলু লাহিড়া
শব্দধারণে : কালিদাস খাঁ, তপন সান্যাল
সুরসৃষ্টিতে : সুশীল চক্রবর্ত্তী
সম্পাদনায় : অনীত মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল সেনগুপ্ত
রূপসজ্জায় : বিজয় নন্দন, যমুনা দাস
আলোকসম্পাতে : হরেন গাঙ্গুলী, গণেশ সামন্ত, অন্নদা ঘোষ, সুধীর সরকার
ব্যবস্থাপনায় : মনোতোষ মুখার্জ্জি, কৃষ্ণকালি চট্টোঃ, খগেন বিশ্বাস, নারায়ণ সাধু

ফিল্ম সার্ভিসেস ল্যাবরেটরীতে ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে
শৈলেন ঘোষালের তত্ত্বাবধানে * বাণী দত্তের তত্ত্বাবধানে
পরিস্ফুটিত ও মুদ্রিত আর সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

একমাত্র পরিবেশক —**নারায়ণ পিকচার্স**

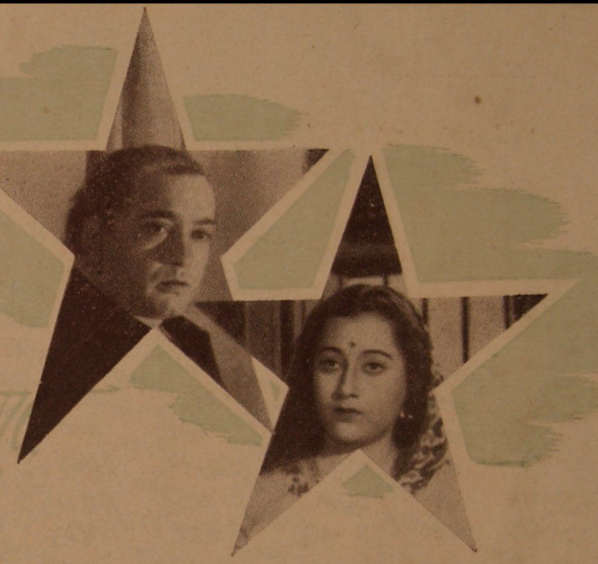

পাহাড়ী সান্যাল : সুমিত্রা দেবী
প্রদীপকুমার (এন, টি) : সুপ্রভা : গৌতম
অমিতা : নরেশ (এন, টি) : রেবা
রাজলক্ষ্মী : তারা ভাদুড়ী : মায়া
সত্যব্রত : খুকুরাণী : আশা : উষা

আমার কথা

আমার নাম সৌদামিনী —
আমার বয়স যখন এক বছর, তখন আমার বাবা মারা যাওয়ায় মা বাপের বাড়ী চলে আসেন। সেই থেকেই আমি মামার বাড়ীতে মানুষ। ছেলে পিলে না থাকায় আমাকে নিয়েই মামীর দিন কাটত। এরই ফাঁকে আমার জীবনে এসে পড়েছিল নরেনদা। আমাদের গ্রামের জমিদার মজুমদার রূপের একমাত্র ছেলে নরেনদা ছিলেন ছেলেবেলায় আমার সাথী এবং যৌবনে আমার প্রণয়ী। নরেনদা ধনী, বিদ্বান এবং রূপবান — কিন্তু ঠিক কি কারণে উঁর প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হয়েছিল, তার সঠিক হিসাব — নিকেশ আজও অবধি আমি করে উঠতে পারিনি। সামাজিক বাধাকে অগ্রাহ্য করে আমরা দু'জনে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হব, এ-বিষয়ে গোপন সিদ্ধান্ত হয়ে গেলেও ঠিক চরম সময়ে নরেনদা কেন যে পেছিয়ে গিয়েছিলেন, সে রহস্য আজও আমার কাছে অজ্ঞাতই থেকে গেছে। তাই যাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হল - তিনি হচ্ছেন — চিতোর গ্রামের ঘনশ্যাম মুখুজ্জে। অদৃষ্টের কি পরিহাস! মামার শিক্ষায় আমি হয়ে উঠেছিলুম ঘোর নাস্তিক, আর আমার স্বামীকে দেখলুম — তিনি হচ্ছেন পরম ঈশ্বর ভক্ত ঘোরতর বৈষ্ণব। আশ্চর্য ভালোমানুষ — পৃথিবীর কারোর উপরেই রাগ নেই; সব রকম অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে যান। এমন কি ফুলশয্যার রাত্রেই আমি যখন তাঁকে বললুম, — আমি তাঁর

(২)

সঙ্গে এক বিছানায় শুতে পারব না, তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে হাসি মুখে নিজের হাতে আমার আলাদা বিছানা পেতে দিলেন। সেদিন দম্ভভরে মনে হয়েছিল, আমি কি বাহাদুর মেয়ে। স্বীকার করতে বাধা নেই, এই দম্ভ আমার চিরদিন থাকেনি। বিয়ের মন্ত্রের মধ্যে আমি আমার স্বামীকে পাইনি বটে, কিন্তু আজ মুক্তকণ্ঠে সবাইকে শুনিয়ে বলছি — স্বামী আমার অগোচরেই আমার মনের মধ্যে নিজের আসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন নিজের জোরেই। যেদিন জানতে পেরেছিলুম — স্বামী আমার কে, কতখানি, সে দিনটার কথা মনে পড়লে, আজও আমি ভয়ে কাঁটা হয়ে যাই। ভগবানের কাছে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করি, কোনো বিবাহিতা নারীর জীবনেই যেন এমন দুর্দিন না আসে। সোনাকে পুড়িয়ে যেমন তাকে নিখাদ খাঁটী করতে হয়, তেমনি একজন নারীকেও যে দ্বন্দ্ব-ঝাপটার ভিতর দিয়ে দেহমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ দেবতা স্বামীর উপযুক্ত হয়ে উঠতে হয়, এই পরম এবং চরম সত্যটী আমার জানা ছিলনা। কত দুঃখ বেদনা, ভুল-ভ্রান্তি, দ্বন্দ্ব-বিপ্লবের ভিতর দিয়ে আমি আমার স্বামীকে আমার একান্ত নিজের করে পেয়েছিলুম, "স্বামী" ছবি তারই ..... বিচিত্র করুণ ইতিহাস।

বৈরাগীর গান :

সখি, যাই তবে অভিসারে
ফুলে ফুলে তোরা সাজায়ে দে আজ
দেখে আসি আমি তারে।
সেই রাখাল রাজারে দেখে আসি
তার চরণে আমার এ-পোড়া পরাণ রেখে আসি
সব ব্যথা মোর মুছে যাবে আজ
এ দু'টি আঁখির ধারে।
যে-নয়নে তোরা কাজলের রেখা এঁকে দিলি সাধ ক'রে
তারই মাঝে তার শ্যামল তনুর ছায়ারে রাখিব ধ'রে
মন যারে চায় তার কাছে যেতে পথে যদি কাঁটা পাই
মালা ক'রে আমি কণ্ঠে আমার রাখিব যে তবু তাই,
ওরা তো জানেনা ঝড়ের সে হাওয়া ফুল যে ঝরাতে পারে।

—গৌরীপ্রসন্ন

সৌদামিনীর গান :

ওরে ঝরা বকুলের দল।
কার পথ চেয়ে লুটাস্ ধূলিতে বল।
মালা যারে দিতে চাই,
নাই সে তো কাছে নাই,
কার লাগি তবে সাজাবো কবরী —
সে যে জানে শুধু ছল।

ওগো মেঘ, তুমি এনেছ কি তার বাণী?
কথা কও, সাড়া দাও —
বল এনেছ কি তার বাণী!
তবে তারই লাগি কি গো চাও মোর লিপিখানি?
মোর প্রেম সে কি ভুল!
সে যে ফোটাতে পারে না ফুল।
মধু লায়ে বুকে বঁধুর বিরহে
পাই শুধু আঁখি-জল।

—গৌরীপ্রসন্ন

ঘনশ্যামের গান :

চম্পক শোন- কুসুম কনকাচল
জিতল গৌরতনু লাবণি রে।
উন্নত গীম সীম নাহি অনুভব
জগমনমোহন ভাঙণি রে॥
জয় শচীনন্দন রে।
ত্রিভুবন মণ্ডন এহি কলি যুগ
কাল ভুজগভয় খণ্ডন রে॥
বিপুল পুলককুল আকুল কলেবর
গরগর অন্তর প্রেমভরে।
লহু লহু হাসনি গদগদ ভাষণি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে॥
জয় শচীনন্দন রে।

—পদাবলী

বৈরাগীর গান :

অঙ্গ বুঝি হলো কালো প্রেম-ভুজঙ্গের বিষে।
এই দহন-জ্বালার শেষ হবে বল কিসে?
রূপেরই এই পিছল ঘাটে আছাড় খাইলাম হায়,
তোরা দে ব'লে দে উপায় কিবা পরাণ রাখা দায়।
এখন ঘর রাখি না পর রাখি সই,
পাইনে খুঁজে দিশে।
প্রেমের মালায় আছে কাঁটা এতো কে আর জানে,
সে যে তুষিয়া বনের পাখী বেঁধে ফুলবাণে।
সাধ করে সই প্রেমেরই নাম মরণ রাখি তাই
অনল সে তো জ্ব'লে জ্বালায় রয় যে পড়ে ছাই;
চন্দনেরই মতো সে রয় নয়ন জলে মিশে।

—গৌরীপ্রসন্ন

আবহ-সঙ্গীত :

স্বপন পারের কুহুকেকার মুখর গানের তাল গুণি,
(মোর) মিলন-মালার গন্ধে জাগে অভিসারের ফাল্গুনী।
জ্যোছ্না-ঝরা নীল আকাশের অঙ্গনে
দূর ভুলে তাই সুর তোলে মন রঙ্গনে,
বাজাই বাঁশী, সাজাই তনু স্বপনেরই জাল বুনি।
মিলন-গীতি শুনিয়ে ভ্রমর কুঞ্জ-বাসর সাজায় আজ,
তাইত' হৃদয় ব্যাকুল-বেণু বাজায় আজ।
মন যেন তাই রয় না কোন বন্ধনে,
বেজে উঠি এ কোন পাওয়ার স্পন্দনে,
সেই বঁধু মোর আসবে ফিরে যার ধেয়ানে কাল গুণি।

—গৌরীপ্রসন্ন

বাউলের গান :

ওরে অবুঝ,
ও তোর ভাঙা নীড়ে
হারিয়ে যাওয়া সেই সে পাখী
আসবে আবার ফিরে।
(তবু) সব হারানোর শোকে
(কেন) জল এল তোর চোখে?
সময় হলে দূরের খেয়া
ভিড়বে যে তোর তীরে।
ও তোর ভাঙন-ধরা তীরে।

—গৌরীপ্রসন্ন

ঘনশ্যামের গান :

সখি প্রাণ কেমন করে মনে বড় ভয় উঠে।
শ্যাম-বঁধুর পীরিতিখানি তিলেক পাছে ছুটে॥
ভাঙিতে পীরিতি বঁধু আছে কত জনা।
ভাঙিলে গড়িয়া দেয় সেই সে আপনা॥
হিয়ার মাঝে তোমায় বঁধু রাখিব বাঁধিয়া।
অনেক সাধে পাইয়াছি না দিব ছাড়িয়া॥

—পদাবলী

প্রচারসচিব শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। ৬৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটস্থ নারায়ণ পিকচার্সের পক্ষ থেকে শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং দীপালী প্রেস, ১২৩।১, আপার সার্কুলার রোড থেকে মুদ্রিত। মূল্য—দু' আনা।

কলালক্ষ্মী চিত্রমন্দিরের
পরবর্ত্তী আকর্ষণ!

নীল-দর্পণ

★

ব্রজ-মিষ্ট্রি

পরিচালনা:

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

একমাত্র পরিবেশক:

নারায়ণ পিকচার্স, ৬৩, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা